ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ **সারাদিন**

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ১৯৭ ● কলকাতা ● ০৪ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ২০ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সালমানের হাত ধরে ছবি তুললেন ঐশ্বরিয়া?

পৃঃ ৫

বললেন হরভজন
'রোহিত-কোহলিদের জন্য পাকিস্তান নিরাপদ নয়'

পৃঃ ৬

আলাদা আলাদা ফোন নম্বর ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর

দেওয়া হয়েছে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের অশান্তির পরিস্থিতিতে সে দেশে থাকা ভারতীয় ও ভারতীয় পড়ুয়াদের জন্য পরামর্শ বার্তা ভারতীয় দূতাবাসের। জরুরি নম্বর চালু করা হল ভারতীয়দের জন্য। গণপরিবহন এড়াতে ও বাইরে যতটা সম্ভব কম বেরোতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহি, খুলনার মতো জেলার জন্য আলাদা আলাদা ফোন নম্বর ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া হয়েছে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে।এরপরই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলনের আগুন। গোটা বাংলাদেশ এখন জ্বলছে। এখনও অবধি যা খবর ২৭ জন মারা গিয়েছেন এই অশান্তিতে। মোবাইল পরিষেবা থেকে ইন্টারনেট পরিষেবা, জায়গায় জায়গায় ব্যাহত বলে খবর আসছে সে দেশের সংবাদমাধ্যম থেকে। বাংলাদেশের সংরক্ষণ ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিকে সামনে রেখে জ্বলছে পদ্মাপারের দেশ। 'কোটা নয়, মেধা'কে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি তুলে ঢাকা, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, মাদারিপুর-সহ দেশের একাধিক জায়গায় ছাত্র আন্দোলন চলছে। দেশে আন্দোলনকারীদের হঠাতে পুলিশ লাঠি, গুলি, রবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাসের সাহায্য নিতেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। রংপুরে শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন বলে অভিযোগ ওঠে। নম্বরগুলি হল (এই নম্বরগুলিতে হোয়াটসঅ্যাপেও যোগাযোগ করা যাবে)

- হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া, ঢাকা (+৮৮০-১৯৩৭৪০০৫৯১)
- অ্যাসিসট্যান্ট হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া, চট্টগ্রাম (+৮৮০-১৮১৪৬৫৪৭৯৭ / +৮৮০-১৮১৪৬৫৪৭০০)
- অ্যাসিসট্যান্ট হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া, রাজশাহি (+৮৮০-১৭৮৮১৪৮৬৯৬)
- অ্যাসিসট্যান্ট হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া, সিলেট (+৮৮০-১৩১৩০৭৬৪১১)
- অ্যাসিসট্যান্ট হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া, খুলনা (+৮৮০-১৮১২৮১৭৭৯৯)

হিংসাত্মক আন্দোলনের মাঝে পড়ে

প্রাণ হারিয়েছেন ১৯ জন

কোটা বিরোধী আন্দোলনে তপ্ত গোটা বাংলাদেশ। ছবি: পিটিআই।

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোটা বিরোধী আন্দোলনের ঝাঁজও বাড়ছে প্রতিবেশী বাংলাদেশে। পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরাল হচ্ছে। বাড়ছে উদ্বেগ। সর্বশেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত হিংসাত্মক আন্দোলনের মাঝে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১৯ জন। যার মধ্যে রয়েছেন এক সাংবাদিক। তাঁর নাম হাসান মেহেদি।কিন্তু আন্দোলনকারীরা সরকারের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, "আলোচনা তো আগেও হতে পারত। আলোচনা আর গোলাগুলি একসঙ্গে হয় না। লাশের উপর দিয়ে তো আলোচনায় যাওয়া যায় না।" ছাত্র আন্দোলনের কয়েকজন সমন্বয়ক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, "আমরা কিছু দাবি জানাব। সেই দাবিগুলো পূরণ সাপেক্ষে আলোচনা হতে পারে। সেই দাবিগুলোর বিষয়ে আমাদের আলোচনা চলছে। দাবিগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে লিখে আমরা লিখিত আকারে জানাব, যাতে ভুলভাবে আমাদের দাবি উত্থাপিত না হয়।" সবমিলিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিলতার দিকে যাচ্ছে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।স্থানীয় এক সংবাদপত্রে কর্মরত। তাঁর শরীরে ছররা গুলির দাগ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে হাসপাতাল সূত্রে। এদিকে, কোটা সংস্কার নিয়ে সরকারের আলোচনার প্রস্তাব খারিজ করেছে আন্দোলনকারী দল। তাঁদের সাফ বার্তা, "লাশের উপর দিয়ে আলোচনায় যাওয়া যায় না।''কোটা বিরোধী আনেদালনে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ (ইধহমষধফবংয) দিনভর একাধিক অশান্তির ঘটনা ঘটে চলেছে। আক্রান্ত সংবাদমাধ্যমও। সূত্রের খবর, একটি টেলিভিশন চ্যানেলের (ঞঠ ঈযধহহবষ)সম্প্রচার বন্ধ করা হয়েছে জোর করে। এদিকে, মোবাইলে ইন্টারনেট বন্ধের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সন্ধে থেকে একটি সংস্থার মূল কার্যালয়ের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছে আন্দোলনকারীদের একাংশ। তাঁদের দাবি, সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে মোবাইল ইন্টারনেট চালুর বিষয়টি বলতে চান। কথা না বললে রাতভর একই অবস্থানে তাঁরা থাকবেন বলে হুঁশিয়ারি

এরপর ৩ পাতায়

ব্রিটেনে ধুন্ধুমার কাণ্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সরকার বদলের পর থেকেই ব্রিটেনে দাঙ্গা শুরু। বৃহস্পতিবার (১৮ জুলাই) সন্ধ্যায় ব্রিটেনে ধুন্ধুমার কাণ্ড। গতকাল সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ দাঙ্গার চোটে লিডসে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকী হামলাকারীরা ডাবল ডেকার বাসে আগুন দিয়ে দেয়, জানালা ভেঙে দেয় এবং একটি পুলিশের গাড়ি উল্টে দেয়।এরপরেই দাঙ্গা বাঁধে। ইয়র্কশায়ার পুলিশের গাড়ি-সহ আরও কিছু বাসূ আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তবে এই ঘটনায় কোনও ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়নি। হেয়ারহিলসের একটি রেস্তোরাঁর মালিক জানিয়েছে, কিছু স্থানীয় শিশুকে ওই সামাজিক সেবাকেন্দ্র তুলে নিয়ে যাওয়ার পরেই এলাকার মানুষজন বিক্ষোভ শুরু করে। বেশ কয়েকটি রাস্তা জনসাধারণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত লোকজনকে এলাকা এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শেষে গতকাল রাত সাড়ে ১০ টা পর্যন্ত বিক্ষোভ না রুখতে পেরে এলাকা ত্যাগ করে।পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেও নীরব ভূমিকা পালন করেছে। সূত্রের খবর, দাঙ্গাকারীরা পুলিশের গাড়িতেও ভাঙচুর চালিয়েছে। তবে কেন এমন দাঙ্গার সৃষ্টি হল? একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৫ টা নাগাদ লিডস শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় ১.৬ কিমি উত্তর-পূর্বে হেরেহিলসের একটি পরিবার থেকে চারটি শিশুর স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার জন্যে নিয়ে যায় ওই এলাকার সরকারি সামাজিক পরিষেবা।এরপরেই শুরু হয় ওই সম্প্রদায়ের কিছু লোকের বিক্ষোভ। জানা গিয়েছে, এর আগেও এই এলাকায় ব্যাপক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। সেখানেও বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। পুলিশ নির্বিকার। এই বিষয়ে ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ার পুলিশ বিভাগ একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, "আমরা বাসিন্দাদের এই বিক্ষোভের কারণ সম্পর্কে অনুমান করা থেকে দৃঢ়ভাবে নিরুৎসাহিত করেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে সম্প্রদায়ের সম্পর্ককে ব্যাহত করার জন্য একটি অপরাধমূলক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দাঙ্গা বাধাচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাতে লিডসে পুলিশের যানবাহন ও গণপরিবহনে হামলার ঘটনায় আমরা হতবাক।" প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় লাক্সর স্ট্রিটের একটি এলাকায় তাঁদের ডাকা হয়েছিল। যেখানে তারা এজেন্সি কর্মী এবং শিশুদের জড়িত একটি চলমান ঝামেলা দেখতে পান। এরপর বেশি কিছু লোক ঘটনাস্থলে এসে সংস্থার কর্মী ও শিশুদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়।"

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০ /০৭ /২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

২১-শে জুলাই সভার আগে

কলকাতায় ফিরলেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : শহরে একুশের ঢল। উত্তর থেকে দক্ষিণ, সব জেলা থেকে তৃণমূলের নেতা -কর্মী - সমর্থকরা কলকাতায় আসতে শুরু করেছেন শুক্রবার সকাল থেকেই। শুক্রবার সকালেই কলকাতায় ফেরেন সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দেদ্যাপাধ্যায় ।উৎসাহ-উদ্দীপনা চরমে। দলের নির্দিষ্ট করে দেওয়া জায়গা অনুযায়ী সল্টলেকের গেস্ট হাউসে উঠে পড়েছেন। আগামিকাল, শনিবার সকাল থেকেই দিনভর কর্মী-সমর্থকরা আসতে থাকবেন। রবিবার সকালেও হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক আসবেন শহরে। সব মিলিয়ে একুশের শহিদ সমাবেশের প্রস্তুতি তুঙ্গে। এদিন দুপুরে নেতাজি ইন্ডোরে ভলান্টিয়ার মিটিং হল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির নেতৃত্বে। একুশের মঞ্চ এবং তার সংলগ্ন এলাকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে কলকাতা পুলিশের তরফে। মঞ্চ তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এদিন কলকাতা পুলিশের তরফে স্নিফার ডগ নিয়ে বম্ব স্কোয়াড গোটা সভামঞ্চ চত্বর সরেজমিনে তল্লাশি চালায়। ইতিমধ্যেই কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে সভামঞ্চ।

প্রায় ৫০ বছর পর উদ্ধার হল

পাক-ভারত যুদ্ধের সময়কালীন ২৭টি মর্টার শেল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায় ৫০ বছর পর উদ্ধার হল পাক-ভারত যুদ্ধের সময়কালীন ২৭টি মর্টার শেল। পশ্চিম ত্রিপুরার একটি জায়গা থেকে এগুলি উদ্ধার হয়। বৃহস্পতিবার দুলাল নামা নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে শ্রমিকরা পুকুর খননের কাজ করছিল। আর সেইসময় উদ্ধার হয় মর্টার শেলগুলি ।অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল অনন্ত দাস জানান, ' শেলগুলি মাটিতে পড়ে থাকায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শেলগুলির লেবেল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কোথায় এটি তৈরি হয়েছিল তা জানা যায়নি। এগুলি কেবলমাত্র অস্ত্র বিশেষজ্ঞরাই বুঝতে পারবেন কবে তৈরি হয়েছিল।' তবে এই শেলগুলি অস্ত্র বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠান হবে কিনা তা এখন জানা যায়নি। বলা বাহুল্য , ১৯৭১ সালে ভারত-পাক যুদ্ধকালীন সময়ে ত্রিপুরার সীমান্তকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কৌশলগত ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হত ।উদ্ধার কাজ শেষ হতেই মেলে আরও ১৫টি শেল। পুকুর খননের পর মোট ২৭টি মর্টার শেল উদ্ধার হয়। এই প্রসঙ্গে বামুতিয়া ফাঁড়ির ওসি বলেন, 'আনুমানিক ৫০ বছরের পুরনো মর্টার শেলগুলো উদ্ধার হয়েছে। এরফলে সেগুলি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।'গ্রামবাসীদের ধারণা, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা সদস্যরা এই শেলগুলিকে মাটিতে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। টানা ৫০ বছর পর এইগুলি উদ্ধার হয়েছে।

মানিকচকের আইসি-সহ তিন জন

পুলিশকর্মী গুরুতর আহত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মানিকচকে বৃহস্পতিবার স্থানীয়দের অবরোধ তুলতে গিয়ে আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছে পুলিশ। সাংবাদিক বৈঠক করে এমন দাবিই করলেন মালদহের পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব। তিনি এ-ও জানিয়েছেন, অবরোধকারীদের একাংশ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়েছে। মানিকচকের আইসি-সহ তিন জন পুলিশকর্মী গুরুতর আহত ।এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যে ২৬ জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কারা জড়িত, তা ভিডিয়ো দেখে খোঁজ করা হচ্ছে। এনায়েতপুর এলাকায় পিকেট বসানো হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলেই জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২৬ জনকে আটক করা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। মানিকচকে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ তুলে অবরোধ-বিক্ষোভ চলছিল। সেই অবরোধ সরাতে গিয়ে পুলিশ কেন গুলি চালিয়েছে, ইতিমধ্যে তা নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে নবান্ন।

মানিকচক থানার এনায়েতপুরের বাসিন্দাদের অভিযোগ, দিনের বহু সময় বিদ্যুৎ থাকে না সেখানে। বিপাকে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার মানিকচকের ১০

এরপর ৩ পাতায়

২৩ শে জুলাই থেকে শুরু

তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন

বেবি চক্রবর্তী: নিউজ সারাদিন : আগামী ২৩ শে জুলাই থেকে শুরু হবে তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন। সংসদে এই বাজেট অধিবেশনে ছটি বিল পেশ হতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি লোকসভা ভোটের আগে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে না পারার জন্য সরকারকে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করতে হয়েছিল। সেই জন্য ওই বাজেট অধিবেশনে তেমন বড় কিছু ঘোষণা করতে পারা যায়নি বলেই সূত্রের খবর। চলতি লোকসভা নির্বাচনে শরিকদের সমর্থন নিয়ে সরকার গড়তে হয়েছে বিজেপিকে। আবার তৃতীয়বারের জন্য সরকার গঠন করায় এই বেশ খানিকটা প্রত্যাশাও রয়েছে। সেই জন্য বিজেপি সরকারকে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে। এই বাজেট অধিবেশনের উপর গোটা দেশের নজর রয়েছে। ফিন্যান্স বিল ছাড়া আরো পাঁচটি বিল এবারের বাজেট অধিবেশনে পেশ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। যেসব বিল পেশ হতে চলেছে সেগুলি হল দ্যা বয়লার্স বিল, ভারতীয় বায়ুযান বিধায়ক বিল, বিপর্যয় মোকাবিলা সংশোধনী বিল, দ্যা কফি (উন্নয়ন এবং মানোন্নয়ন) বিল এবং রাবার (উন্নয়ন এবং মানোন্নয়ন) বিল। এই সমস্ত বিল পেশ হলেও নতুন সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশনে ফিন্যান্স বিলের দিকেই নজর থাকবে সমগ্র ভারতবাসীর। জানা গেছে বিপর্যয় মোকাবেলার ক্ষেত্রে কিভাবে আরো দক্ষতার সাথে কাজ করা যায় সেই দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা সংশোধনী বিলে। এখন গোটা দেশে ভারতীয় আইন সংহিতা কার্যকর হয়েছে তাতে স্বাধীনতা পরবর্তী আইন বদলে নতুন আইন কার্যকর করা হবে বয়লার্স বিলে। ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ আমলের তৈরি আইন গুলোকে বাদ দিয়ে একাধিক আইন কার্যকর করা হয়েছে। সেইমতো এই বয়লার দিলে পরিবর্তন আনা হবে। তার ফলে এখানকার কর্মীদের সুরক্ষার দিকটি ভালোভাবে নজর দেওয়া হবে। রাবার এবং কফি চাষ বাড়াতে ছোট ছোট চাষীদের একাধিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব রাবার ও কফি বিলে করা হবে। এবার দেখার বিষয় এই বিল কতটা কার্যকরী হয় সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

২১শে জুলাইএর কর্মসূচিতে যোগ দিতে

কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা

বেবি চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি: নিউজ সারাদিন : আগামী ২১শে জুলাই এর কর্মসূচিতে যোগ দিতে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। শুক্রবার এনজিপি স্টেশন থেকে হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে করে কলকাতার উদ্যেশে রওনা দিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ,দলের মহিলা যুব কর্মী সমর্থকরা।এদিন ২১শে জুলাই কর্মসূচির উদ্দেশ্যে যাওয়া কর্মীদের জন্য শিলিগুড়ি টাউন ব্লক ৩ আইএনটিটিইউসি নিউ জলপাইগুড়ি শাখার তরফে সহায়তা কেন্দ্র এবং টিফিনের ব্যবস্থা করা হয় ।সহায়তা কেন্দ্র উদ্বোধন করেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ।এদিন প্রচুর কর্মী সমর্থক লাইনে দাঁড়িয়ে সেই টিফিন সংগ্রহ করে কলকাতার ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা হন।পাশাপাশি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছান শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগে

নির্জাতিতা মহিলা সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ

বেবি চক্রবর্তী : নিউজ সারাদিন : রাজভবনের মধ্যে এক মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন ওই নির্যাতিতা মহিলা। সুপ্রিম কোর্টে শুক্রবার সেই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। এই শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্যকেও এই বিষয় নটিশ দিয়েছে আদালত। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে অ্যাটর্নি জেনারেল এই মামলায় সহযোগিতা করেন। আগামী তিন সপ্তাহ পর এই মামলার শুনানি হবে। আইনজীবীদের একাংশ মনে করছেন এই ইস্যুতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের উদ্বেগ বাড়তে পারে। পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচনের সময় গত ২রা মে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে দুবার দুফায় শ্লীলতাহানির মতো বিস্ফোরক অভিযোগ করেন রাজভবনে কর্মরত অস্থায়ী এক মহিলা। এই ঘটনার পর ওই মহিলা প্রথমে রাজভবনে কর্মরত পুলিশেকে পরে থানাতে গিয়ে অভিযোগ করেন। কিন্তু রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে রক্ষাকবচ পান রাজ্যপাল। তাই কোন লিখিত অভিযোগ জানাতে পারিনি পুলিশ। তবে এই ঘটনার প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করে লালবাজারে উচ্চ পদস্থ কর্মীরা। তারা রাজভবনের বিভিন্ন সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখেন। যদিও পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এর উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। তারপর ঐ নির্যাতিত মহিলা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন।

যাত্রী সুরক্ষা থেকে ট্রেনের ভাড়া কমানো

সবদিকেই নজর থাকছে বাজেট অধিবেশনে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন আগামী ২৩ শে জুলাই সংসদে পেশ করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর নির্মলা সীতারামন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এবারের বাজেট সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে স্বস্তির বাজেট হতে পারে। এই বাজেটে একাধিক ঘোষণা হতে পারে। চলতি বছরের এই বাজেটে যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে রেল পরিষেবার ওপর বিশেষ জোর দিতে চলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। ভাড়া কমানোর মত বড় প্রস্তাব এই বাজেটে থাকতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ। বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন রেল পরিষেবকে আরো উন্নত করতে বেশ কিছু প্রস্তাব এবারের বাজেটে পেশ করতে চলেছেন নির্মলা সীতারামান। আগে অন্তরবর্তী বাজেট অধিবেশনে ৪০ হাজার সাধারণ কোচকে বন্দে ভারত মানে রূপান্তর করার কথা বলেছিলেন অর্থমন্ত্রী। সেই জন্য এইবারের বাজেটে যাত্রীদের আরো ভালো সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য এই বিষয় নজর দেওয়া হবে। চলতি বছরে একাধিক রেল

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

হিংসাত্মক আন্দোলনের মাঝে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১৯ জন

দিয়েছেন।

এদিকে, আন্দোলনের চাপে পড়ে বাংলাদেশ সরকার কোটা সংস্কারে নীতিগতভাবে সম্মত জানিয়ে আলোচনার রাস্তা খুলেছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার প্রস্তাব দিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। দুপুরে সাংবাদিকদের আনিসুল হক বলেন, ''চলমান কোটা আন্দোলন নিয়ে সরকার আজই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসতে রাজি আছে। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের এ প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁদের এ প্রস্তাবের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব দিয়েছেন আইনমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে। তাঁরা যদি আজ রাজি হয় তাহলে আমরা আজই বসতে রাজি আছি।''

২ পাতার পর

যাত্রী সুরক্ষা থেকে ট্রেনের ভাড়া কমানো সবদিকেই নজর থাকছে বাজেট অধিবেশনে

দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেই জন্য দুর্ঘটনা ঠেকাতে রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার আরো বেশি করে পড়া হবে। এই বিষয়েও বড় ঘোষণা হতে পারে। এছাড়া বেশি দূরত্ব কম সময়ের মধ্যে যাতে করা যায় সেদিকেও নজর রাখা হবে। তিনটি করিডর স্থাপনের কাজ করার পাশাপাশি ২৪ ঘন্টায় টিকিট রিফান্ড যোজনা থেকে রেলের একাধিক পরিষেবার জন্য বিশেষ অ্যাপ লঞ্চ করতে পারে এইবারের বাজেট অধিবেশনে। তবে আকর্ষণীয় বিষয় হতে চলেছে করনা সময়কালের আগে প্রবীণ নাগরিকরা রেলের টিকিটে বিশেষ ছাড় পেতেন। করনা সময়কাল থেকে এই সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এইবারের বাজেটে এই সুবিধা পুনরায় চালু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ট্রেনে টিকিটের দাম কমানোর দাবি যাত্রীরা করেছেন। সেই দিকে যেমন নজর দেওয়া হবে তেমনি ছাত্র-ছাত্রী এবং মহিলাদের ট্রেনের টিকিটের দাম কমানোর দাবি উঠেছে। সেইদিকেও নজর থাকবে এইবারের বাজেট অধিবেশনে।

২ পাতার পর

মানিকচকের আইসি-সহ তিন জন পুলিশকর্মী গুরুতর আহত

জায়গায় অবরোধ করেন স্থানীয়েরা। অবরোধ তুলতে গিয়ে বিক্ষোভকারী এবং পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বাধে বলে অভিযোগ। সেই বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে আনতে গুলি চালায় পুলিশ। তাতে আহত হয়েছেন দু'জন। মালদহ মেডিক্যাল কলেজে তাঁরা চিকিৎসাধীন। পুলিশের দাবি, আত্মরক্ষার জন্যই গুলি চালানো হয়েছে।পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় মানুষজনকে অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ করে, বোঝানোর চেষ্টা করে। 'উত্তেজিত' জনতা সেই অনুরোধে না-শুনে পুলিশের উপর চড়াও হয় এবং পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মানিকচক থানার আইসি ঘটনাস্থলে পৌঁছলে জনতা আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু হয় বলে দাবি করেছেন পুলিশ সুপার। তিনি জানিয়েছেন, এই ঘটনায় মানিকচকের আইসি-সহ তিন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। এর পরেও জনতা পেট্রল বোমা, ইট এবং লাঠি নিয়ে পুলিশকে তাড়া করে। এসপির কথায়, ''আইসি-সহ পুলিশকর্মীরা কাছের একটি বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ওই বাড়িতে দু'জন মহিলা, একটি শিশু এবং ছ'জন পুরুষ ছিলেন। সেই বাড়ি লক্ষ্য করেও ইট ছোড়া হয়। বাড়ির জানলা- দরজা ভেঙে গিয়েছে। পুলিশ পাল্টা কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট ছোড়ে।'' এসপির দাবি, এ সবের পরেও বিক্ষোভকারীদের দমন করা যায়নি। এসপি বলেন, ''যে বাড়িতে পুলিশ আশ্রয় নিয়েছিল, তার সামনে একটি মোটরসাইকেল ছিল, যা ভাঙচুর করা হয়।তাতে আগুন ধরায় জনতা। তার পর কিছু লোক পেট্রল নিয়ে এসে বাড়িতে ছড়িয়ে আগুন ধরানোর চেষ্টা করে। পুলিশ বাড়ির লোকজনকে রক্ষার চেষ্টা করে। তখন আত্মরক্ষার্থে গুলি ছোড়া হয়।''পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনাস্থলে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা পৌঁছে আহত পুলিশকর্মীদের উদ্ধার করেন এবং হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, অবরোধকারীদের মধ্যে একটি দল বেশি আগ্রাসী হয়ে ওঠে। এক এএসআইয়ের ঘাড়ে আঘাত করা হয়। তাঁর হেলমেটের ফিতে ছিঁড়ে যায়। আইসিকে ধাক্কা দেওয়া হয়। তিনি মাটিতে পড়ে যান। তাঁরও হেলমেটের ফিতে ছিঁড়ে যায়। তখনও পাথর ছোড়া হচ্ছিল। আঘাতের জেরে এএসআই প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তিন জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বাকি কয়েক জন পুলিশকর্মীর চোট-আঘাত লেগেছে। এই ঘটনায় কয়েক জন স্থানীয়ও আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। তিনি এ-ও জানিয়েছেন, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যাঁরা পুলিশকে আক্রমণ করেছেন এবং বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্যপালের মানহানি মামলায় এবার ডিভিশন বেঞ্চে মমতা

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মামলার রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের অন্তর্বর্তী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে মমতা। আগামী সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এই মামলায় নির্দেশ দেন, ১৪ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কোনও মানহানিকর বা অসত্য মন্তব্য করা যাবে না। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই ডিভিশন বেঞ্চে এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্প্রতি নবান্ন সভাঘর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, তাঁর কাছে মহিলাদের অভিযোগ আসছে। সেই মহিলারা অভিযোগ করছেন, রাজভবনে যেতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। এই মন্তব্যকেই মানহানির সমান বলে আদালতের দ্বারস্থ হন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

মামলার শুনানির সময় রাজ্যপালের আইনজীবী আবেদন করেছিলেন, মামলা চলাকালীন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিক হাইকোর্ট। বিচারপতি রাও অন্তর্বর্তী নির্দেশে জানান, ১৪ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মানহানিকর কিংবা অসত্য বিবৃতি দেওয়া যাবে না।

যদিও হাইকোর্টের নির্দেশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী সঞ্জয় বসু বলেছিলেন, "রাজ্যপালের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা চলছে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে মন্তব্যগুলি মানহানিকর কিংবা অসত্য কি না, তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসেনি হাইকোর্ট। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মহিলারা তাঁদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলেন। রাজ্যের মহিলাদের সুরক্ষার দায় রয়েছে তাঁর। তিনি চোখ বন্ধ করে থাকতে পারেন না। তাঁর মতপ্রকাশের অধিকার রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য মানহানিকর নয়।" হাইকোর্টের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করা হবে বলে সেদিনই জানিয়েছিলেন সঞ্জয় বসু। এবার সে পথেই পদক্ষেপ।

'বৈদ্যুতিন ক্ষেত্র: বিশ্ব মূল্যশৃঙ্খলে ভারতের অংশগ্রহণের

চালিকাশক্তি' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করলো নীতি আয়োগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নীতি আয়োগ আজ 'বৈদ্যুতিন ক্ষেত্র: বিশ্ব মূল্যশৃঙ্খলে ভারতের অংশগ্রহণের চালিকাশক্তি' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনে ভারতের বৈদ্যুতিন ক্ষেত্রের বিশদ বিশ্লেষণ করে তার সম্ভাবনা এবং প্রতিবন্ধকতাগুলি তুলে ধরা হয়েছে। ভারতকে বিশ্বের বৈদ্যুতিন উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তারও সুনির্দিষ্ট আলোচনা করা হয়েছে এতে। আধুনিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন মূল্যশৃঙ্খল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে পণ্যের নকশা, উৎপাদন, বিপণন ও বিতরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জড়িত রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ৭০ শতাংশই বিশ্ব মূল্যশৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত। ভারতের পক্ষে অবিলম্বে বিশ্বের বৈদ্যুতিন ক্ষেত্র, সেমি কন্ডাক্টর, যানবাহন, রাসায়নিক এবং ওষুধ শিল্প ক্ষেত্রে নিজের অবদান বাড়ানো প্রয়োজন। বিশেষ করে বৈদ্যুতিন ক্ষেত্রে এই প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি কারণ, এর রপ্তানীর ৭৫ শতাংশই আসে বিশ্ব মূল্যশৃঙ্খল থেকে।

ভারতের বৈদ্যুতিন ক্ষেত্র দ্রুত বিকাশের মধ্য দিয়ে চলেছে। ২০২৩ আর্থিক বছরে এর মূল্য পৌঁছেছে ১৫৫ বিলিয়ন ডলারে। এই ক্ষেত্রের উৎপাদন ২০১৭ সালের ৪৮ বিলিয়ন ডলার থেকে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩ সালে হয়েছে ১০১ বিলিয়ন ডলার। এই বৃদ্ধির মূল কারণ হল মোবাইল ফোনের বিস্তার, যা মোট বৈদ্যুতিন উৎপাদনের ৪৩ শতাংশ অধিকার করে রেখেছে। ভারত স্মার্ট ফোনের ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে ৯৯ শতাংশ স্মার্ট ফোনই দেশে তৈরি হচ্ছে। মেক ইন ইন্ডিয়া ও ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মতো প্রয়াস, উন্নত পরিকাঠামো, সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ, বিভিন্ন ধরনের উৎসাহদান প্রকল্পের সুবাদে দেশীয় উৎপাদন বেড়েছে এবং এই ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ এসেছে। কিন্তু এই সবকিছু সত্ত্বেও এখনও ভারতের বৈদ্যুতিন বাজার, বিশ্ব বাজারের মাত্র ৪ শতাংশ অধিকার করে রয়েছে। ভারতে মূলত একত্রীকরণের কাজটুকুই হয়, নকশা এবং সরঞ্জাম তৈরিতে ভারতের ক্ষমতা এখনও সীমিত। ৪.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের বিশ্ব বৈদ্যুতিন বাজারে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে চীন, তাইওয়ান, আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলি। বিশ্বের মোট চাহিদার ৪ শতাংশ হলেও ভারত বর্তমানে বার্ষিক ২৫ বিলিয়ন ডলারের বৈদ্যুতিন সামগ্রী রপ্তানী করে, যা বিশ্ব বাজারের নিরিখে ১ শতাংশেরও কম। প্রতিযোগিতার দৌড়ে থাকার সক্ষমতা বাড়াতে ভারতকে উচ্চ প্রযুক্তির উপাদান ও নকশা স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। সেজন্য গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগের প্রয়োজন। এছাড়া বিশ্বের প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা দরকার। ২০২৩ আর্থিক বছরে ভারতের বৈদ্যুতিন উৎপাদনের মূল্য হয়েছে ১০১ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে সম্পূর্ণ পণ্যের মূল্য ৮৬ বিলিয়ন ডলার এবং অন্যান্য উপাদানের মূল্য ১৫ বিলিয়ন ডলার। এই সময়ে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫ বিলিয়ন ডলার। দেশীয় মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে এর ভাগ ১৫-১৮ শতাংশের মধ্যে, এর সুবাদে প্রায় ১৩ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসার স্বাভাবিক প্রবণতা বজায় থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের বৈদ্যুতিন ক্ষেত্রের উৎপাদন ২৭৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এর মধ্যে সম্পূর্ণ পণ্যের মূল্য হতে পারে ২৫৩ বিলিয়ন ডলার এবং উপাদানের মূল্য হতে পারে ২৫ বিলিয়ন ডলার। এর রপ্তানীর পরিমান ১১১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবার সম্ভাবনা রয়েছে। ৩৪ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার যে লক্ষ্য ভারত নিয়েছে, তা পূরণ করতে হলে প্রযুক্তি চালিত ক্ষেত্রগুলির বিকাশে ভারতকে আরও তৎপর হতে হবে। অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ ও নীতিগত সহায়তা এবং আর্থিক ও অন্য ধরনের উৎসাহদানের মাধ্যমে ভারতকে ২০৩০ সালের মধ্যে বৈদ্যুতিন ক্ষেত্রে ৫০০ বিলিয়ন ডলার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিতে হবে। এর মধ্যে সম্পূর্ণ পণ্যের মূল্য হবে ৩৫০ বিলিয়ন ডলার, উপাদানের মূল্য ১০ বিলিয়ন ডলার। ৫৫-৬০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। রপ্তানীর লক্ষ্য রাখতে হবে ২৪০ বিলিয়ন ডলার। দেশীয় মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে এর ভাগ ৩৫ শতাংশ ছাপিয়ে যেতে হবে। এর পাশাপাশি মোবাইল ফোন ও উপাদান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনের কৌশল নিতে হবে। পরিধানযোগ্য পণ্য, ইন্টারনেটের যন্ত্রাংশ এবং স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিন যন্ত্রের মতো উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতে বৈচিত্র্য আনার ওপর জোর দিতে হবে। এতে গ্রাহকদের চাহিদা বাড়বে, উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং ভারত বিশ্বমঞ্চে উদ্ভাবনা বৈদ্যুতিন পণ্য উৎপাদনে অগ্রণী হয়ে উঠবে। এই উচ্চাকাঙ্খী বিকাশের যাত্রাপথকে মসৃণ করতে প্রতিবেদনে রাজস্ব সংক্রান্ত, আর্থিক, নিয়ন্ত্রণগত এবং পরিকাঠামোগত সহায়তার কথা বলা হয়েছে। উপাদান ও মূলধনী পণ্য উৎপাদন, গবেষণা ও উন্নয়ন, যুক্তিসঙ্গত শুল্ক কাঠামো নির্ধারণ, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। বৈদ্যুতিন উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশ্বনেতা হয়ে ওঠার যাবতীয় সম্ভাবনা ভারতের রয়েছে। সুযোগের সদ্ব্যবহার, মূল্যশৃঙ্খলের সংযুক্তিকরণ এবং সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করে ভারত তার বৈদ্যুতিন ক্ষেত্রকে অর্থনৈতিক বিকাশ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির এক মূল উৎসতে পরিণত করতে পারে।

পাম তেল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা

আরও বাড়াতে সম্মত ভারত ও মালয়েশিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত ও মালয়েশিয়া পাম তেল সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বাড়াতে সম্মত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক উন্নয়ন এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং মালয়েশিয়ার বৃক্ষ রোপণ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী দাতুক শেরি জোহারি আব্দুল গনির মধ্যে বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়।

মালয়েশিয়ার মন্ত্রী শ্রী দাতুক শেরি জোহারি আব্দুল গনি ১৬-১৯ জুলাই পর্যন্ত ভারত সফরে এসেছেন। তিনি আজ নতুন দিল্লির কৃষি ভবনে শ্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারত ও মালয়েশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক কৃষি সহযোগিতা বাড়ানোর নানা পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন।

ভোজ্যতেল, পাম তেল সহ অন্যান্য কৃষি পণ্যের পাশাপাশি, বৃক্ষ রোপণ ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার ও কৃষি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে তাঁরা মতবিনিময় করেন। বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী মালয়েশিয়ার মন্ত্রী শ্রী দাতুক শেরি জোহারি আব্দুল গনি-কে তাঁর সফল ভারত সফরের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং কৃষি সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারত ও মালয়েশিয়ার সম্পর্ক বজায় থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ১৯৭ সংখ্যা ২০ জুলাই, ২০২৪ শনিবার ০৪ শ্রাবণ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

কলকাতা ডক সিস্টেমে চীন কলকাতা সার্ভিস-এর সূচনার ঘোষণা করল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দর

কলকাতা বন্দরের ডক ব্যবস্থাপনায় চীন কলকাতা সার্ভিস (চায়না ক্যালকাটা সার্ভিস - সিসিএস)- এর সূচনা হ'ল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দর, প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল লাইনস্ - এর সঙ্গে যৌথভাবে এই পরিষেবা পরিচালনা করবে। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সমুদ্র পথে প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল লাইনস্ কন্টেনার পরিবহণ করে। নতুন এই পরিষেবার ফলে কলকাতার সঙ্গে দূরপ্রাচ্যের বন্দরগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠবে। ঐ বন্দরগুলিতে সাপ্তাহিক পণ্য চলাচলের সূচনা হ'ল। সিসিএস -এর তিনটি পণ্যবাহী জাহাজ কোটা রিয়া, কোটা রুকুন এবং কোটা রাকিয়াত কলকাতা থেকে দূরপ্রাচ্যের বন্দরগুলিতে পণ্য পরিবহণ করবে। প্রতিটি জাহাজ ৬২২টিইইউ (টোয়েন্টি ফুট ইক্যুইভ্যালেন্ট ইউনিট) ক্ষমতাসম্পন্ন। এই জাহাজগুলি কম গভীর জলপথে যাতায়াত করতে পারে। কলকাতা থেকে সংশ্লিষ্ট বন্দরে ১০-১২ দিনের মধ্যে পণ্য পরিবহণ করা যাবে। এর ফলে, ভারত ও নেপালের চাহিদা পূরণ হবে। সিয়ামেন - শেকৌ - সিঙ্গাপুর- কলকাতা - সিঙ্গাপুর - সিয়ামেন এই পথে পণ্যবাহী জাহাজগুলি চলাচল করবে। ফলস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। কলকাতা ডকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দরের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী সম্রাট রাহি ১৮ জুলাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এম ভি কোটা রাকিয়াত-কে তাঁর সঙ্গে বন্দরের ট্রাফিক ম্যানেজার শ্রী আর এস রাজহংস সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা স্বাগত জানান। এরপর, ২৫ জুলাই কোটা রুকুন কলকাতা বন্দরে আসবে। সাপ্তাহিক এই পরিষেবার ফলে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, বিহার, উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি ছাড়াও নেপাল ও ভুটানের আমদানী-রাপ্তানী বাণিজ্যে গতি আসবে। কলকাতা ডকের এই সাফল্যকে অভিনন্দন জানিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দরের চেয়ারপার্সন রথেন্দ্র রমন বলেন, "নতুন এই উন্নয়নের ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে আমরা জাহাজগুলিকে কন্টেনার ওঠা-নামার ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দেবার পরিকল্পনা করেছি। সিসিএস পরিষেবার সূচনায় কলকাতা ডকে পণ্য পরিবহণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে, বন্দরের উন্নয়ন হার বৃদ্ধি পাবে"।

আজকের দিনেও মানুষ সেবায় শ্রেষ্ঠতা তিনি মাদার টেরিজা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

সদ্দার এর বড় ছেলের নাম ছিল নন্তু সরদার তার জন্ম হয়েছিলেন হেদিয়াতে। নন্তু সরদারের তিন ছেলেমেয়ে ছিলেন দুখিরাম সরদার ,করুণা সরদার ওরফে হাসি, ছোট ছেলে লালু সরদার। সদানন্দ সরদার ছিলেন জমিদার পরিবারে অনাহারে জীবন যাপন করেছে এরা।ছোটবেলায় কষ্ট পেয়ে বড় হয়েছিলেন দুখিরাম সরদার লালু সরদার ও হাসি,তাই ছোট থেকে মানুষ সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন দুখিরাম সরদার। ছোটবেলায় দেখেছি ছোটো কুঁড়েঘরে একের পর এক লোক বাই জানাচ্ছে দুখিরাম সরদারকে, দিনটা কিরম সরদার মানুষ সেবা করতে করতে সমাজের মাতা হয়ে গেলে।সৎ এবং নিষ্ঠাবান দুখিরাম সরদারকে রাজনৈতিক হিংসায় প্রায়শই দিয়েছিলেন। গভীর রাতে এক অজানা শক্তি দুখিরাম

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মধ্যপ্রাচ্য, ইউক্রেন সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি জড়িত: ল্যাভরভ

শিলিগুড়ি: নিউজ সারাদিন : ইসরাইলের কর্মকাণ্ডের কূটনৈতিক আড়াল ওয়াশিংটনকে ইউক্রেনের পাশাপাশি সরাসরি মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের সঙ্গেও জড়িত করেছে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ারম্যান, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ ফিলিস্তিন ইস্যু সহ মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে এক বৈঠকে বলেছেন।

'ইসরাইলের কর্মকাণ্ডের জন্য একটি কূটনৈতিক আড়াল করার প্রস্তাব দিয়ে এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠানোর মাধ্যমে, ওয়াশিংটন - সবাই এটি বোঝে - সরাসরি সংঘাতে জড়িত হয়ে উঠেছে, ঠিক যেমনটি তারা ইউক্রেনের পরিস্থিতির বিষয়ে করে। একবার এই সমর্থন শেষ হলে, রক্তপাত বন্ধ হবে। যাইহোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয় তা করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম। দৃশ্যত, তাদের লক্ষ্য মানুষের জীবন বাঁচানো নয়, বরং তাদের নির্বাচনী প্রচারে আরও পয়েন্ট যোগ করা,' ল্যাভরভ বলেছিলেন।

ল্যাভরভ জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, 'মধ্যপ্রাচ্যে সহিংসতার বর্তমান নজিরবিহীন বিস্ফোরণ মূলত এই অঞ্চলে সুপরিচিত মার্কিন নীতির ফলাফল।' 'এটি সেই কূটনীতির পরিণতি যা 'কার্যকারিতা' আমেরিকান প্রতিনিধিরা প্রায় দশ মাস ধরে আমাদের বলে আসছে, দাবি করে যে আমরা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্ল্যাটফর্মে কাজ কমিয়ে দিই।'

'আমার মার্কিন সমকক্ষ, অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনও এমন একটি আহ্বান নিয়ে এসেছেন। সময়ের পর পর, (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ভেটোর অধিকার অবলম্বন করে, একটি অবিলম্বে, দীর্ঘস্থায়ী এবং ব্যাপক যুদ্ধবিরতির আহ্বানকে অবরুদ্ধ করে,' রাশিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপসংহারে বলেছিলেন।

তান্ত্রিকের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেশ কয়েক বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন তরুণী। অনেক চিকিৎসককে দেখিয়েও কোনও লাভ হয়নি। শেষমেশ এক তান্ত্রিকের কাছে নিয়ে যায় পরিবার। সেই তান্ত্রিকের বিরুদ্ধে চিকিৎসার নামে তরুণীর মাথায় ১৮টি সূচ গেঁথে দেওয়ার অভিযোগ উঠল।তান্ত্রিকের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন তরুণীর বাবা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।ওড়িশার বালানগির জেলার এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রের খবর, ১৯ বছরের ওই তরুণী দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তরুণীর পরিবারের দাবি, নানা চিকিৎসককে দেখিয়েও মেয়ের শরীর ভালো হচ্ছিল না। তাই পরিচিত কয়েকজনের পরামর্শে তাঁরা সন্তোষ রানা নামে ওই তান্ত্রিকের দ্বারস্থ হয়। আর সেই তান্ত্রিকই নাকি ঝাড়ফুঁক এবং চিকিৎসার নামে নৃশংস কাণ্ড করেন বলে অভিযোগ।তরুণীর বাবা জানিয়েছেন, তান্ত্রিক তাঁদের মেয়েকে একটি ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। ঘণ্টাখানেক বাদে বেরিয়ে আসেন তরুণী। তখন যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন তিনি । তখনই তরুণীর বাবা দেখতে পান যে মেয়ের মাথায় সূচ গাঁথা রয়েছে। প্রায় আটটি সুচ মেয়ের মাথা থেকে তুলে ফেলেন তিনি। কিন্তু অস্বস্তি কমেনি। উল্টে ক্রমশ তরুণীর অবস্থার অবনতি হতে থাকে। এরপর তরুণীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সিটি স্ক্যানে ধরা পড়ে যে তরুণীর মাথার ভিতরে গেঁথে রয়েছে ১০টি সূচ।

কিন্তু কীভাবে সুচ গেঁথে দিল ওই তান্ত্রিক? তরুণী তাঁর বাবাকে জানিয়েছেন, ঝাড়ফুঁকের সময় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। সম্ভবত সেই সুযোগই নেয় তান্ত্রিক। তবে কীভাবে তাঁর মাথায় সুচ গাঁথা হল তা তিনি টের পাননি।

চাঁদের মাটিতে রহস্যময় গুহা! খুঁজে পেয়ে কেন উৎফুল্ল বিজ্ঞানীরা?

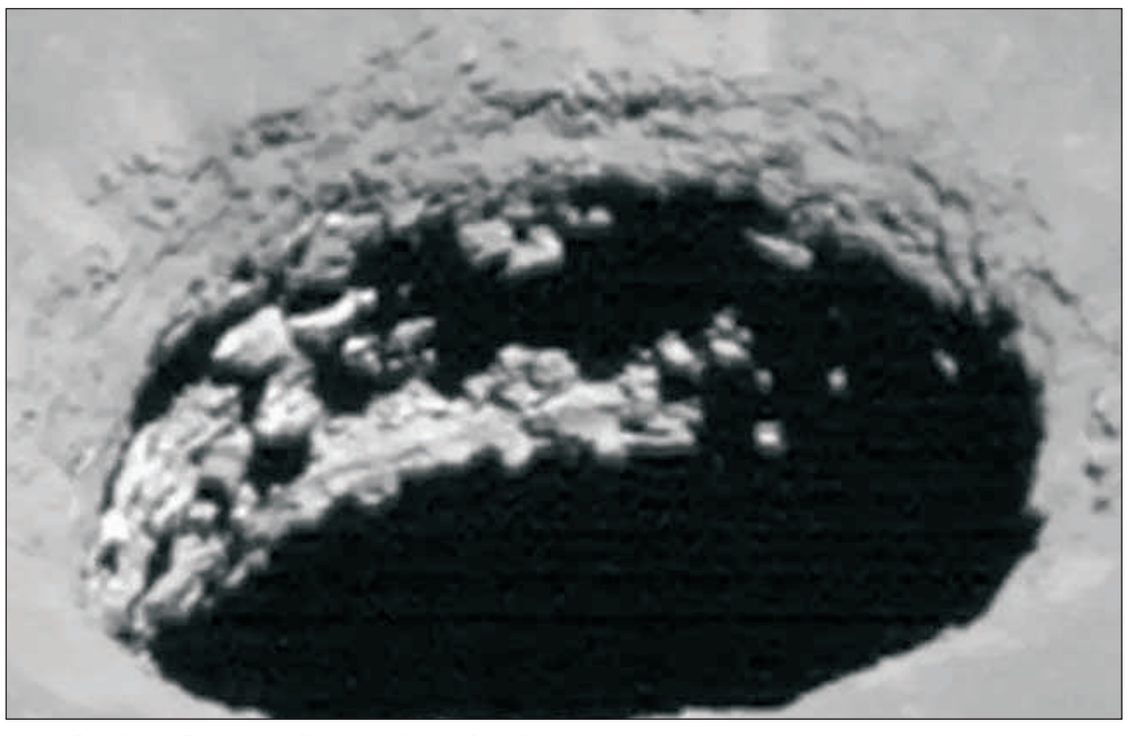

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদকে ঘিরে বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের অবধি নেই আজও। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও অভিযানের মাধ্যমে আমাদের নীল রঙের গ্রহটির 'প্রতিবেশী'কে আরও খুঁটিয়ে চেনাই লক্ষ্য গবেষকদের। এবার ইটালির একদল বিজ্ঞানী দাবি করলেন, তারা চাঁদের মাটিতে খুঁজে পেয়েছেন গুহা!

জানা গিয়েছে, গুহাটির অবস্থান চাঁদের 'শান্তসাগরে'র কাছে। ১৯৬৯ সালে যেখানে নিল আর্মস্ট্রংদের নিয়ে অ্যাপলো ১১ নেমেছিল সেখান থেকে ২৫০ মাইল দূরে অবস্থিত ওই গুহা। মনে করা হচ্ছে সুদূর অতীতে লাভা উদ গীরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল সেটি। সেটি ১৩০ ফুট চওড়া ও তার দৈর্ঘ্য সম্ভবত ১০ গজ বা তার চেয়েও বেশি।

ইটালির ট্রেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের যে গবেষক দল ওই গুহা খুঁজে পেয়েছে তাদের প্রতিনিধি লিওনার্দো কেরিয়ার ও লোরেঞ্জো ব্রুজন জানাচ্ছেন, "চাঁদের গুহা ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে রহস্য হয়ে রয়ে গিয়েছে। আর তাই সেটা খুঁজে পেয়ে আমরা যারপরনাই বিস্মিত।" সেই সঙ্গেই তাঁদের দাবি, ওই একটি গুহাই নয়, আরও অসংখ্য গুহা ওই এলাকায় রয়েছে বলে তাঁরা নিশ্চিত। এমনকী, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ওই ধরনের গুহার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত। NASA-এর Lunar Reconnaissance Orbiter-এর মাধ্যমে রাডারের পরিমাপ বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞানীরা।

আগামিদিনে চাঁদে মানুষ পাঠানো ও সেখানে কলোনি স্থাপনের স্বপ্ন রয়েছে নাসার। মনে করা হচ্ছে, প্রাথমিক ভাবে এই ধরনের গুহা নভোচরদের আশ্রয়স্থল হতে পারে। এখানে থাকলে তারা মহাজাগতিক রশ্মি, সৌর তেজস্ক্রিয়তা ও ছোটখাটো উল্কার আঘাত থেকে বাঁচতে পারবেন। ভবিষ্যতে পৃথিবী মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হলে তখন চাঁদই (Moon) হতে পারে মানুষের 'নতুন বাড়ি'। আর তাই এই উপগ্রহটিকে ভালো করে চিনে নিতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। এবার তাদের চোখে ধরা পড়ল এই গুহা, যা তাৎপর্যপূর্ণ এক আবিষ্কার বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেই বইতে সুন্দরবনের ইতিহাস সম্পূর্ণ রুপে বর্ণনা করেছিল।

তিনি যখন বইটি লিখেন, তখন বেঙ্গল বলতে বুঝিয়েছে তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকেই। এর মধ্যে পড়ে বর্তমান বাংলাদেশ, ভারতের বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ড। আমরা আজ যে সুন্দরবনের জঙ্গল দেখছি, সেই সুন্দরবন একটা সময় বহু বছর আগে মানুষের বাসস্থান ছিল। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

সালমানের হাত ধরে ছবি তুললেন ঐশ্বরিয়া?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ১২ জুলাই অনন্ত আম্বানী এবং রাধিকা মার্চেন্ট প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সাতপাকে বাঁধা পড়েছেন। মুম্বাইয়ের একটি তারকাখচিত অনুষ্ঠানে বিয়ে করেছেন তারা। বলিউডের বড় বড় এবং আন্তর্জাতিক সেলিব্রিটিরা এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।

অনন্ত-রাধিকার গ্র্যান্ড ওয়েডিংয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন- রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, কৃতি শ্যানন, অনন্যা পান্ডে, শানায়া কাপুর, বরুণ ধাওয়ান, রণবীর সিং, রজনীকান্ত, অনিল কাপুর, প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মতো বহু তারকা। যাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এক সময়ে বহু মানুষের কাছে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

এই বিয়েতে মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনের সঙ্গে ঐশ্বরিয়ার আগমন এবং বাকি বচ্চন পরিবারের সঙ্গে এক ফ্রেমে ছবি না তোলা 'টক অব দ্য টাউনে' পরিণত হয়েছে। তিনি এবং তার স্বামী অভিষেক বচ্চন এসেছিলেন এবং মিডিয়ার সামনে আলাদাভাবে ছবি তুলেছেন। এতে আবারো তাদের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়।

এসবের মধ্যে, ঐশ্বরিয়া রাই এবং সালমান খানের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন। শুধু তাই নয়, ঐশ্বরিয়াকে দেখা যাচ্ছে, সালমানের হাত ধরে থাকতে। তবে এই ছবিটি সম্পূর্ণ এআই জেনারেটেড বলে জানা গেছে। এক ভক্ত ছবিটি তৈরি করেছেন। আসল ছবিটিতে শুধু সালমান ও তার বোন অর্পিতা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছেন।

এতে সামাজিক মাধ্যমে এর নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মন্তব্যের প্লাবন বয়েছে এতে। কেউ লিখেছেন, '২০২৪ সালে এসে এটাই দেখার বাকি ছিল।' কেউ আবার লিখেছেন, 'হাম দিল দে চুকে সনম পার্ট-২ আসছে'। সব মিলিয়ে বিষয়টি অনেকের কাছেই মজার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও এটি পুরোপুরি সম্পাদিত একটি ছবি।

সালমান খান এবং ঐশ্বরিয়া রাইয়ের প্রেমের গল্প নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল। এটি অবশেষে একটি তিক্ত ব্রেকআপের দিকে নিয়ে যায়। তাদের অতীতের সম্পর্কটি ভক্ত এবং মিডিয়ার জন্য আগ্রহের একটি বিষয় হিসেবে আজও রয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে এখনও এত আলোচিত যে তাদের ফটোশপ করা এবং সম্পাদিত ছবি প্রায়শই ইন্টারনেটে ঝড় তোলে।

তবে একই অনুষ্ঠানে সালমান এবং ঐশ্বরিয়ার উপস্থিতি প্রথমবারের মতো ঘটনা নয়। কারণ তাদের বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য বলিউড বিয়েতে দেখা গেছে। কিন্তু কখনও তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবি তোলেননি। হাত ধরে তো নয়ই।

আমিশাকে নিয়ে বিস্ফোরক তথ্য দিলেন ইমরান হাশমি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০০৩ সালে বিক্রম ভাট্টের ছবি 'ফুটপাত' দিয়ে অভিনয় জগতে আত্মপ্রকাশ করেন ইমরান হাশমি। তবে মহেশ ভাট্টের ছবি 'ইয়ে জিন্দেগি কা সফর' দিয়ে ডেবিউ করার কথা ছিল তার। ওই ছবির নায়িকা ছিলেন আমিশা প্যাটেল। কিন্তু, অভিনেত্রী নাকি একটা সময় ইমরান হাশমিকে সিনেমা থেকে বের করে দেন। একটি সাক্ষাৎকারে ইমরান হাশমি নিজেই একথা জানিয়েছেন। এবং এর কারণও জানিয়েছেন তিনি। ইমরান হাশমি বর্তমানে তার সিরিজ 'শোটাইম'-এর জন্য চর্চিত। যার প্রথম সিজনের দ্বিতীয় পার্ট সম্প্রতি ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে। 'দ্য লালানটপ'-কে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে ইমরান জানিয়েছেন, তার প্রথম ছবি ছিল 'ইয়ে জিন্দেগি কা সফর'। আগে গোবিন্দা এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় থাকলেও, পরে তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। এরপর ইমরানকে সেই ছবি থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল।

ইমরান হাশমি বলেন, 'আমি তখন রোশন তানেজার সঙ্গে অভিনয়ের কোর্স করেছিলাম। এক মাস পর, মহেশ ভাট্ট ফোন করে বলেন, গোবিন্দা আর ছবিতে নেই। তার তারিখ নিয়ে সমস্যা চলছে। তিনি রোশন তানেজাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি এই ছবির শ্যুটিংয়ের জন্য প্রস্তুত কিনা। রোশন তানেজা বলে দেন যে আমি প্রস্তুত। আমি এটা শুনেই নার্ভাস হয়ে কাঁপতে শুরু করেছিলাম। কারণ, আমি তো সেভাবে প্রস্তুত ছিলামই না। আমি মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করছিলাম।'

ইমরান হাশমি বলেন, 'আমি বলেছিলাম যে আমি সেভাবে প্রস্তুত নই। আর ভাট্ট সাহেব বলেন- না, এভাবে ভাবলে আপনি কখনোই প্রস্তুত হবেন না। আপনাকে আরো ভালোভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এবং এটি সেই ধরনের সিনেমা, যা আপনাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আমিশারও মনে হয়েছিল আমি খুব কাঁচা।'

আমিশা প্যাটেল সম্পর্কে ইমরান বলেন, আমিশা বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি এটি করতে পারব না। তিনি তখন তার প্রথম হিট ছবি কাহো না প্যায়ার হ্যায় করেছিলেন। তাই তিনি চিন্তায় ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন নায়কের বাছাইটা ঠিকঠাক হোক। এমন কাউকে যাতে না নেয়া হয়, যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং শুধুমাত্র এক মাসের অভিনয়ের কোর্স করে চলে এসেছে। তাই, তিনি ভাট্ট সাহেবের কাছে গিয়ে বলেন, ইমরান হয়ত সঠিক পছন্দ নয়। আমি একথা জানতে পেরে প্রথমে রেগে গিয়েছিলাম। এখন যখন আমি পিছন ফিরে তাকাই, আমার মনে হয় আমিশাই হয়ত সঠিক ছিল।

উল্লেখ্য, ইমরানকে সর্বশেষ সালমান খান অভিনীত টাইগার ৩-এ ভিলেনের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল।

ঐশ্বরিয়ার প্রতি 'অভিমানে' বিয়েবাড়ি ছেড়ে যা বললেন অমিতাভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির ছিল গোটা বচ্চন পরিবার। জয়া-অমিতাভের সঙ্গে ছিলেন শ্বেতা, নিখিল নন্দা, অগস্ত্য ও নভ্যা। অভিষেক বচ্চন আসেন মা-বাবার সঙ্গেই। তবে একসঙ্গে আসেননি ঐশ্বর্য আর আরাধ্যা। মা-মেয়ে পরে আসেন বিয়েতে, বচ্চনদের সঙ্গে কোনো ছবিই তোলেননি তারা। শনিবার ভোরে অমিতাভ বচ্চন তার সামাজিকমাধ্যমে এমন কিছু লিখলেন, যা দেখে নেটিজেনদের একাংশের মনে প্রশ্ন- আম্বানি পরিবার কি তাহলে যোগ্য সম্মান দেয়নি বিগ বিকে?

অমিতাভ লেখেন, 'একটি গৌরবময় বিয়ে থেকে ফিরে আসা এবং দীর্ঘ সময় পর জনসমক্ষে আসার অনুভূতি, ভালোবাসা এবং স্নেহ, যা আমি পুরোনো পরিচিতদের সঙ্গেই ভাবতে পারি। তাদের চেহারায় হয়তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তাদের মেলামেশা, আন্তরিকতা ও স্নেহ সেই আগের মতোই রয়েছে।' তিনি আরও লেখেন, এটাই জীবন... মেলামেশা ও ভালোবাসা এবং যত্ন অদ্ভুত যে একে অপরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এই ছোট ছোট জিনিসগুলো রয়ে যায়, কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে জড়িত মানুষগুলো হারিয়ে যায় বা ভুলে যায়। সত্যিকারের ভুলে যাওয়াও আসলে নয়, বরং পেছনে রাখা। এবং তখনই মনে করা হয়, যখন তাদের সেগুলোর দরকার পড়ে। এদিকে, সেদিন বিয়ের অনুষ্ঠানে আম্বানি পরিবারের মেয়ে আরাধ্যার সঙ্গে ঐশ্বরিয়ার আগমন, তবে দেখা যায়নি বচ্চন পরিবারের সঙ্গে এক ফ্রেমে ছবি তুলতে। ঐশ্বরিয়া এবং তার স্বামী অভিষেক বচ্চন এসেছিলেন। মিডিয়ার সামনে আলাদাভাবে ছবি তুলেছেন তারা। এরপর আবারও তাদের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়।

বলা হয়, ফের বচ্চন পরিবার দ্বিধাবিভক্ত, যা স্পষ্ট বিয়ের আসরে। এদিন অমিতাভ, জয়া হাতে হাত রেখে এসেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন মেয়ে শ্বেতা নন্দা, জামাই নিখিল নন্দা, ছেলে অভিষেক বচ্চনকে। বিগ বি সারাক্ষণ একমাত্র জামাইকেই আগলে রেখেছেন। এক ফ্রেমে ছবিও তুলেছেন সবাই। নেই বচ্চনবধূ ঐশ্বরিয়া। নেই মানে, তিনি ফ্রেমেও নেই। পরিবারের সঙ্গে আসরেও নেই। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি মেয়ে আরাধ্যাকে নিয়ে এলেন। মেয়ের সঙ্গে ছবি তুললেন। তারপর পা রাখলেন বিয়েবাড়িতে। সেখানেই রেখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। রেখা আর ঐশ্বরিয়া রাই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছেন। রেখা অবশ্য আরাধ্যাকেও আদর করেন। এসব দেখে সমালোচকরা চুপচাপ থাকেননি। তারা সালমান খান-ঐশ্বরিয়া রাইকে ফের মেলানোর চেষ্টা করেছেন। তাদের দুজনের একটি ছবি সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, তারা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন। শুধু তাই নয়, ঐশ্বরিয়াকে দেখা যাচ্ছে, সালমানের হাত ধরে থাকতে। এমনকি অনেক অনুষ্ঠানেই সালমান ও ঐশ্বরিয়ার উপস্থিতি প্রথমবারের মতো এমন ঘটনা নয়।

কারণ তাদের বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে কিংবা অন্য কোনো বলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিয়েতে দেখা গেছে। কিন্তু কখনো তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবি তোলেননি কিংবা হাত ধরে তো নয়ই। তবে এ ছবিটি সম্পূর্ণ এআই জেনারেটেড বলে জানা গেছে। এক ভক্ত ছবিটি তৈরি করেছেন। আসল ছবিটিতে শুধু সালমান ও তার বোন অর্পিতা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন।

অক্ষয়ের ছবি দেখতে হলে যাচ্ছে না দর্শক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গেল শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে অক্ষয় কুমার অভিনীত ১৫০তম ছবি 'সারফিরা'। ছবিটি বক্স অফিসে প্রথম দিন ভারতে আয় করেছে মাত্র ২.৪০ কোটি রুপি, যা অভিনেতার ক্যারিয়ারের গত ১৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন! খবর হিন্দুস্তান টাইমসের।

'সারফিরা' ২৫০০টি পর্দায় মুক্তি পেলেও দর্শকের অভাবে প্রথম দিনের পর অনেক জায়গাতেই শো-বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক সিনেমা হলই 'সারফিরা' সরিয়ে আবার 'কল্কি ২৮৯৮' উঠিয়েছে।

'বেল বটম', 'সেলফি' এবং 'মিশন রানীগঞ্জ'র পরে 'সারফিরা' চতুর্থ ছবি যেটি ৩ কোটি রুপির নিচে আয় করেছে মুক্তির প্রথম দিন। চলতি বছর ঈদে মুক্তি পাওয়া অক্ষয়-টাইগারের 'বড়ে মিয়া ছোটে মিয়া' মুক্তির প্রথম দিন ১৫.৬৫ কোটি রুপির ব্যবসা করেছিল।

অক্ষয়ের সবশেষ হিট সিনেমা ছিল 'ওএমজি টু'। সিনেমাটি ২০২৩ সালে আগস্ট মাসে এসেছিল, লড়াই করেছিল 'গদর টু'-এর সাথে। এরপর টানা ফ্লপ হচ্ছে অক্ষয়ের ছবি।

সারফিরা ছবিটি ২০২০ সালে মুক্তি পাওয়া সুধা কোঙ্গারার তামিল ভাষায় 'সুরারাই পোট্রু'র রিমেক। ওই অভিনয় করেছিলেন সুরিয়া। 'জি আর গোপীনাথের স্মৃতিকথা সিম্পলি ফ্লাই: এ ডেকান ওডিসি' অবলম্বনে নির্মিত হয় সিনেমাটি।

এই সিনেমায় অক্ষয়কে এমন এক ব্যক্তির চরিত্রে দেখা গেছে, যিনি স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের একটি বিমান সংস্থা তৈরির দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। ছবিতে অক্ষয় ছাড়াও রয়েছেন রাধিকা মদন, পরেশ রাওয়াল, সীমা বিশ্বাসের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা।

২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত

সাউথগেটকেই চায় ইংল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের কোচ হিসেবে গ্যারেথ সাউথগেটের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে হয়তো ইউরোর ফাইনালের পরের কয়েক দিনে। তবে ফাইনালের আগেই দলের রায় জানিয়ে দিলেন ডেক্লান রাইস। গোটা দলের কণ্ঠ হয়ে এই ইংলিশ মিডফিল্ডার বললেন, আগামী বিশ্বকাপ পর্যন্ত সাউথগেটকেই কোচ হিসেবে দেখতে চান তারা।

সাউথগেটের সঙ্গে ইংল্যান্ডের চুক্তির মেয়াদ আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত। তবে জাতীয় দলের কোচদের চক্র নির্ধারিত হয় মূলত পরের মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের আসর কিংবা বিশ্ব আসরে চোখ রেখে। সাউথগেটের ভবিষ্যৎও নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার কথা ইউরোর পর। কোচ হিসেবে নানা সময়ে অনেক সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে সাউথগেটকে। এবারের ইউরোর শুরুতেও দুটি ম্যাচে তাকে দুয়ো দিয়েছেন দর্শকেরা। সংবাদমাধ্যমে তাকে শূলে চড়ানো হয়েছে। সেই দুয়ো আর সমালোচনাই এখন রূপ নিয়েছে তালি আর প্রস্বস্তিতে। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর, ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) আগামী বিশ্বকাপ পর্যন্ত তাকেই দায়িত্বে রাখতে চান। সেই খবরগুলি দেখে স্বস্তি পেয়েছেন রাইস ও তার সতীর্থরা। ২৫ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার নিশ্চিত করলেন, সবার অভিমত একইরকম, 'আমি নিশ্চিত নিজের জন্য সঠিক সিদ্ধান্তই নেবেন তিনি। তবে এটুকু বলতে পারি, দলের সবার সমর্থন তার প্রতি আছে।'

উৎসব-বিতর্কের ইউরো

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ইউরোর ডঙ্কা তখনও বেজে ওঠেনি জার্মানিতে, তবে বিতর্ক উঠেছিল তুঙ্গে। ফ্রান্সের অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপের কথায় শুরু হয় এই বিতর্ক। দুইভাগ হয়ে যাওয়া ফুটবল বিশ্বের সেই বিতর্ক থামলেও, মাসব্যাপী একযোগে চলছে দুই মহাদেশের সেরা খোঁজার লড়াই। যখন এই প্রতিবেদন ছাপা অক্ষরে পড়ছেন, তখন ইউরোপের সেরার মুকুট কে পেয়েছে, তা জেনেও গেছেন। তার আগে জেনে নেওয়া যাক এক মাসের ইউরো মহাযজ্ঞের সব খুঁটিনাটি। এমবাপে যে আসরটিকে বিশ্বকাপের ওপরে রাখছেন, ফাইনাল অবধি সেটি কতটা রঙ ছড়িয়েছে।

ইতালির বিদায় : রঙ-বেরঙয়ের ইউরো কম রঙ ছড়ায়নি এবার। স্বাগতিক জার্মানির বিদায়, টনি ক্রুসের স্বপ্নভঙ্গ কিংবা বার্লিনের ফাইনালে ইংল্যান্ডের থাকা–এসব বাদেও সবার ওপরে থাকবে আগের আসরের চ্যাম্পিয়ন ইতালির বিদায়। বিশ্বকাপ খেলতে না পারা ব্যর্থ আজ্জুরিরা এবার অবশ্য জেদ দেখাতে পারেনি। বরং নীলের দুঃখে ডুবেছেন শুরুর দিকেই। ১৯৯৩ সালের পর সুইজারল্যান্ড কখনও ইতালিকে হারাতে পারেনি। ২০০৪ সালের পর ইতালি কখনও ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালের আগে থামেনি। জার্মানির বার্লিনে দুটিই লেখা হয়েছে নতুন করে। বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা সুইজদের কাছে ২-০ গোলে পরাস্ত হয়ে থামে শেষ ষোলোতেই। ওই ম্যাচটিতে ইতালি পুরো নব্বই মিনিটে শট লক্ষ্যে রাখতে পারে মাত্র একটিতে। অমন ইতালিকে হয়তো কেউই দেখতে চায়নি ইউরোতে!

সিআর সেভেনের কান্না : মহানায়কদেরও বুঝি এভাবে বিদায় হয়! শেষ ষোলোতে স্লোভেনিয়ার গোলরক্ষক যখন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর পেনাল্টি ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন, তখন হয়তো খোদ সিআরসেভেন অমন ভেবেছিলেন। হাঁটু মুড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে মাঠে বসে পড়েন। ফ্রাঙ্কফুর্টের ডয়চে ব্যাংক পার্কে কাঁদছিলেন শিশুর মতো। কে তখন তাকে দিতে পারে সান্ত্বনা। শেষ ষোলোর সেই বাধা যদিও পর্তুগাল পার করেছিল। কিন্তু ইউরোকে শেষ বলে দেওয়া রোনালদো পারেননি। পরের ম্যাচেও কেঁদেছিলেন সিআর সেভেন। পরপর দুম্যাচে দুটি জিনিস হারানোর দুঃখে চোখের জল ঝরেছিল মহানায়কের– প্রথমে নিজের প্রিয় মঞ্চ ইউরো থেকে প্রস্থান, অপরটি প্রিয় দলের বিদায়। স্লোভেনিয়াকে হারিয়ে দেওয়ার পর আক্ষেপ করে রোনালদো বলেছিলেন, 'মানসিকভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষেরও খারাপ দিন আসে। দল যখন আমার কাছ থেকে কিছু চাচ্ছে, তখন আমি পতনের তলানিতে।' অথচ ইউরোতে এখনও তার গোল অন্য সবার চেয়ে বেশি। রেকর্ডও আছে ভূরিভূরি। ফ্রান্সের বিপক্ষে হেরে থামার আগেই রোনালদো বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন, তার মতো একজন কিংবদন্তির ক্যারিয়ারটাও দেশের জার্সিতে শেষ হতে চলেছে নিষ্ঠুরতম উপায়ে।

ইয়ামালের বিস্ময়কর উত্থান : ১৭ বছরও হয়নি যে ছেলেটির, তাকে নিশ্চয় এতদিনে চিনে গেছেন? ফ্রান্স কিংবা এমবাপের দুঃস্বপ্ন হওয়া লামিনে ইয়ামালকে না চিনে উপায় আছে! স্পেনের তারকা ফরোয়ার্ড অবশ্য তেমন কিছুই করেছেন। গতি, দক্ষতা ও মানসিকতা– আঠারোর আগেই লামিনে চিনিয়েছেন জাত। ছাপিয়ে গেছেন কিংবদন্তি পেলের রেকর্ডও। সবকিছু বাইরে রেখে, লুইস দে লা ফুয়েন্তের দলে হয়ে উঠেছেন প্রাণভোমরা। বিশ্বফুটবলকে জানান দিচ্ছেন– 'আমি আসছি।' তাইতো স্পেন কোচ বিশাল জরিমানার মুখে পড়েও চান লামিনেকে মাঠে দেখতে।

বিতর্ক ও বিদায় : জাতিগত বিদ্বেষ থেকে রেফারিংকাণ্ড হয়ে জার্মান আইন ইউরোতে সব ছাপিয়ে গেছে বেলা শেষের গানে। কুঁড়ি হয়ে ফোটা ফুটবলাররা, ঝরেও পড়েন। নশ্বর পৃথিবীতে স্থায়ী নয় কোনো কিছুই। ইউরোতেও হয়েছে বহু নক্ষত্রের পতন। ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, পেপে, টনি ক্রুস, লুকা মদরিচ, টমাস মুলার, ম্যানুয়েল নুয়ার ও অলিভিয়ের জিরুদের মতো দুনিয়া মাতানো ফুটবলশিল্পীদের বিদায় দেখতে হয়েছে ভক্তদের। জীবনের মতো ফুটবলও যে নানা রঙের, বেলা শেষে সেই গানই যেন হয়ে উঠেছে নির্মম অথচ চরম সত্য।

ইউরোতে পেনাল্টি নিয়েও বিতর্ক হয়েছিল। সেমিফাইনালের হ্যারি কেইনের শট ঠেকাতে গিয়ে তাকে ফাউল করে বসেন নেদারল্যান্ডসের ডেনজিল ডামফ্রিস। ভিএআরে যাচাই করে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। সেই বিতর্ক বিশ্লেষকদের মধ্যে এখনও চলছে। শাস্তি বা বিতর্কের কথা বলতে হলে, সার্বিয়া ও আলবেনিয়ার কথা থাকবে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলার সময় দুটি নিয়ম ভাঙে সার্বিয়া। দেশটিকে মোটা অঙ্কের জরিমানাও গুনতে হয়। জাতিগত বিদ্বেষের কারণে ক্রোয়েশিয়ারও শাস্তি চেয়ে ইউরো কাপে আর না খেলার হুমকিও ছুড়েছিল সার্বিয়া। হাসি-কান্নার মিশেলে রঙ ছড়ানো ইউরো রঙ অবশ্য চড়ায়নি।

ইউরোর ইতিহাসে

প্রথমবার ছয়জন জিতলেন গোল্ডেন বুট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লড়াইয়ে সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন যারা, ফাইনালে তাদের কেউ পেলেন না জালের দেখা। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সর্বোচ্চ গোলের পুরস্কার গোল্ডেন বুট জিতলেন যৌথভাবে ছয় ফুটবলার।

বার্লিনে ১৪ জুলাই ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে রেকর্ড চতুর্থবারের মতো ইউরোর ট্রফি উঁচিয়ে ধরে স্পেন।

আসরে সর্বোচ্চ ৩টি করে গোল করেন চ্যাম্পিয়ন স্পেনের দানি ওলমো, ইংল্যান্ডের হ্যারি কেইন, জার্মানির জামাল মুসিয়ালা, নেদারল্যান্ডসের কোডি হাকপো, স্লোভেনিয়ার ইভান শারাঙ্গ ও জর্জিয়ার জর্জেস মিকাউতাদজে।

ইউরোপিয়ান ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্তা সংস্থা উয়েফা আগেই পরিষ্কার করে দিয়েছিল, গোল সমান হলে সবাইকে যৌথভাবে দেওয়া হবে গোল্ডেন বুট। ইউরোর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক আসরে ছয় জন জিতলেন গোল্ডেন বুট।

এবারের সর্বোচ্চ ৩ গোল, ২০১২ আসরের পর ইউরোতে সবচেয়ে কম। সেবার তিনটি করে গোল ছিল স্পেনের ফের্নান্দো তরেস, জার্মানির মারিও গোমেস ও রাশিয়ার আলান জাগুয়েভের। সেবারের নিয়ম অনুযায়ী, সবচেয়ে কম সময় খেলায় গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন তরেস।

গত ইউরোতে সর্বোচ্চ ৫টি করে গোল করেছিলেন পর্তুগালের ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো ও চেক প্রজাতন্ত্রের পাত্রিক শিক। উয়েফার সেই আসরের নিয়ম অনুযায়ী, পাশাপাশি গোলে বেশি সহায়তা করায় গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন রোনালদো।

বলল্লেন হরভজন

'রোহিত-কোহলিদের জন্য পাকিস্তান নিরাপদ নয়'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের মাঠে গড়ানোর কথা চ্যাম্পিয়নস ট্রফির। আইসিসির সবুজ সংকেত পেয়েই 'মিনি বিশ্বকাপ' খ্যাত এই আসর আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে টুর্নামেন্টটির বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। এরই মধ্যে দেশটিতে খেলতে যাওয়া নিয়ে টালবাহানা শুরু করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। এবার দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে নিজেও সুর মেলালেন ভারতের ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ী দলের স্পিনার হরভজন সিং। তার মতে, ভারতের জন্য পাকিস্তানে খেলা নিরাপদ নয়।

১৩ জুলাই রাতে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডস লিগের আসরের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে ভারত। এরপর পাকিস্তানের একটি টিভি চ্যানেলে এ প্রসঙ্গে আলোচনার এক পর্যায়ে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন হরভজন। ডানহাতি এই অফস্পিনার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ভারত আগামী বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দল পাঠাবে না। কারণ পাকিস্তানে খেলোয়াড়রা নিরাপদ নয়।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৭১১ উইকেটের মালিক হরভজন বলেন, 'আমাদের খেলোয়াড়রা যদি পাকিস্তানে নিরাপদ না থাকে, আমরা দল পাঠাব না। যদি খেলতে চান, খেলুন, না বলে খেলবেন না। পাকিস্তান ছাড়া ভারতীয় ক্রিকেট এখনও টিকে থাকতে পারে। যদি পাকিস্তান ভারতীয় ক্রিকেট ছাড়া টিকে থাকতে পারে, তবে তাই করুন।'

এর আগে এশিয়া কাপেও পাকিস্তানের মাটিতে খেলতে অনীহা ছিল রোহিতদের। তবে সেবার টুর্নামেন্টটি হয়েছিল হাইব্রিড মডেলে। যার কারণে ভারতের ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছিল নিরপেক্ষ ভেন্যু শ্রীলঙ্কাতে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমের দাবি, এবার হাইব্রিড মডেল না-ও থাকতে পারে। তাই ভারতের দাবির কাছে নতিস্বীকার করবে না আইসিসি।

ফলে ভারত যদি পাকিস্তানে খেলতে না যায়, তাহলে রোহিত-কোহলিদের বাদ দিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি করা হবে। সেক্ষেত্রে অবশ্য ভারতের বদলে খেলার সুযোগ পাবে শ্রীলঙ্কা। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি এবং মার্চে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আট দেশের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারত এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ১৯৯৬ বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক হওয়ার পর, এটি হবে পাকিস্তানে প্রথম বড় ক্রিকেট ইভেন্ট।

আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সর্বশেষ আসর হয়েছিল ২০১৭ সালে। সেই আসরে ভারতকে হারিয়েই শিরোপা জিতেছিল পাকিস্তান। দীর্ঘ বিরতি দিয়ে আগামী বছর পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টটির নবম আসর। যেখানে অংশগ্রহণ করবে সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেরা আট দল।

পন্টিংয়ের সঙ্গে ৭ বছরের

সম্পর্ক শেষ দিল্লির

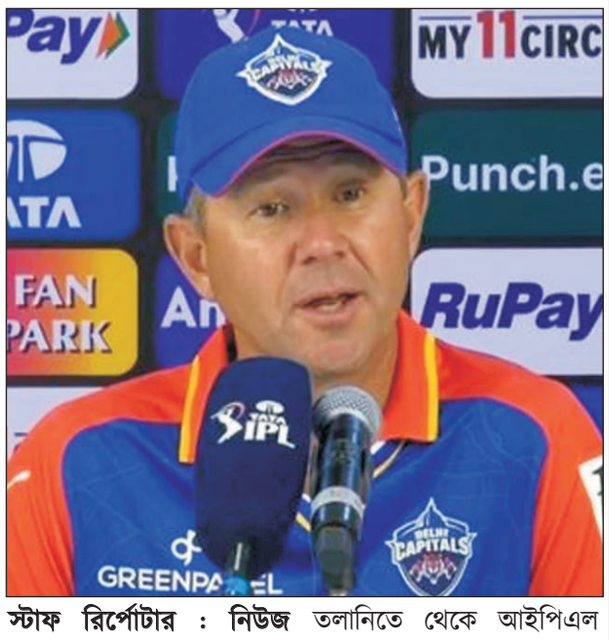

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আইপিএলের দল দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ হিসেবে রিকি পন্টিংয়ের পথচলার ইতি ঘটল। আগামী মৌসুম থেকে দলটির দায়িত্বে থাকবেন না অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক ও ব্যাটিং গ্রেট।

পন্টিংয়ের সঙ্গে ৭ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বিবৃতিতে জানায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ২০২৫ সালে আইপিএলের মেগা নিলামের আগে বড় সিদ্ধান্তটি নিয়েছে দিল্লি। ধারণা করা হচ্ছে, পন্টিংয়ের কোচিংয়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য না পাওয়ায় নতুন কোচ নিয়োগের পথে হাঁটছে দলটির মালিকপক্ষ।

২০১৮ সালে দিল্লির প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন পন্টিং। সে সময় ফ্র্যাঞ্চাইজিটির নাম ছিল দিল্লি ডেয়ারডেভিলস। কোচ হিসেবে নিজের প্রথম আসরে হতাশ করেন অস্ট্রেলিয়ান গ্রেট। সেবার তলানিতে থেকে আইপিএল শেষ করে দিল্লি। তবে পরের তিন আসরে (২০১৯, ২০২০ ও ২০২১) দলটিকে প্লে-অফে তোলেন পন্টিং। ২০২০ সালে টুর্নামেন্টে প্রথমবারের মতো ফাইনাল খেলে দিল্লি। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয় তাদের।

কিন্তু সবশেষ তিন আসরে বাজে সময় কাটে দিল্লির। এই সময়ে একবারও প্লে-অফে উঠতে পারেনি দলটি। ২০২৪ আসরে সাতটি করে জয়-পরাজয়ে ষষ্ঠ হয় তারা। পন্টিংয়ের উত্তরসূরি হিসেবে এখনও কারো না প্রকাশ করেনি দিল্লি ক্যাপিটালস।

দিল্লির কোচিং স্টাফের বাকি সদস্যরা হলেন ক্রিকেট পরিচালক সৌরভ গাঙ্গুলি, সহকারী কোচ প্রাভিন আমরে, বোলিং কোচ জেমস হোপস ও ফিল্ডিং কোচ বিজু জর্জ। তাদের নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

জোকোভিচকে হারিয়ে

ফের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন আলকারাজ

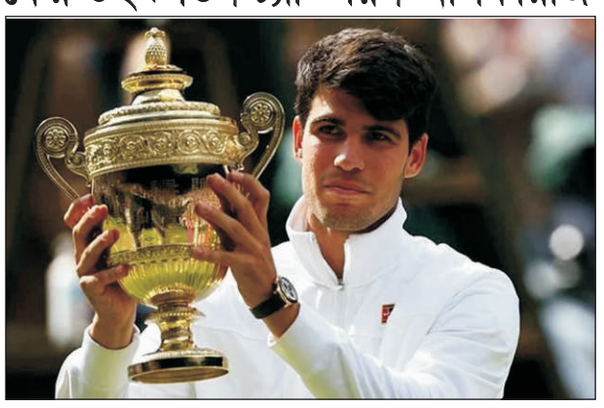

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় ইনজুরিতে পড়ায় কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতেই হয়নি নোভাক জোকোভিচকে। সেমিফাইনালেও পড়েননি খুব একটা প্রতিদ্বন্দ্বীতায়। তবে এই টেনিস গ্রেট নিশ্চয়ই জানতেন আসল চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে ফাইনালে। রাফায়েল নাদালের টানা অষ্টম উইম্বলডন জয়ের রেকর্ড ছুঁতে জোকোভিচকে হারাতে হত দুর্দান্ত ছন্দে থাকা আলকারেজকে। যার কাছে হেরে গতবার ফাইনালেও হারের স্বাদ পেয়েছেন ৩৭ বছর বয়সী চোটে জর্জর এই সার্বিয়ান তারকা এবারও পুড়েলন হারের আক্ষেপে।

এই ঘাসের কোর্টেই গত বছর নোভাক জোকোভিচকে ৫ সেটের অবিশ্বাস্য লড়াইয়ে পরাজিত করে উইম্বলডন শিরোপা জিতেছিলেন কার্লোস আলকারাজ। সেই ঘাসের কোর্টেই রবিবার (১৪ জুলাই) জোকোভিচকে সরাসরি সেটে উড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয় উইম্বলডন জিতেছেন তিনি। সেন্টার কোর্টে পুরুষ এককের ফাইনালে এক ঘণ্টার মধ্যেই দুটি সেটে জিতে যান আলকারাজ। তৃতীয় সেটেও ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি জকোভিচ। ফলে ৬-২, ৬-২, ৭-৬ সরাসরি সেটেই জিতেছেন আলকারাজ।

আলকারাজ কতটা তৈরি ফাইনালের আড়াই ঘণ্টায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। সার্ভ, ভলিতে এলোমেলো করে দিয়েছেন জোকোভিচের মতো কিংবদন্তিকে। তিন বছরের মধ্যে চতুর্থ গ্র্যান্ডস্লাম জিতে টেনিসে নতুন রাজার আগমনের বার্তা দিয়েছেন। অন্যদিকে জোকোভিচ সম্ভাবনা জাগিয়েও ছুঁতে পারেননি রজার ফেদেরারকে। ৭টি উইম্বলডন শিরোপা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এখনো ৮টি গ্র্যান্ডস্লাম নিয়ে সবার ওপরে ফেদেরার।

ফাইনালে মাঝেমধ্যে জোকোভিচের ঝলক দেখা গেলেও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ফাইনালে নিষ্প্রভ ছিলেন তিনি। হতে পারে হাঁটুর সমস্যায় খানিকটা হলেও কাতর ছিলেন। হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করিয়ে নেমেছিলেন উইম্বলডন খেলতে। আগে কোনো সমস্যা না হলেও গতকাল ফাইনালে আলকারাজের গতির সামনে খেই হারিয়ে ফেলেন তিনি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR